জেলায় দাখিলে পাশের হার ৩২.৮৯ শতাংশ, জিপিএ মাত্র একজন

মেহেরপুর জেলায় মাদ্রাসা শিক্ষা মান বেহাল অবস্থায় পরিণত হচ্ছে। দাখিল পরীক্ষায় গত বছরের তুলনায় এ বছর পাশের হার কমেছে ৪২ শতাংশ। ৩৩ পেয়ে পাশ করার মত ফলাফলও হয়নি ২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষায়। জেলায় ২৫টি মাদ্রাসা থেকে ৬৯০ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ২২৭ জন। পাশের হার মাত্র ৩২.৮৯ শতাংশ। যেখানে পাশ মার্ক নির্ধারণ হয় ৩৩ এ।

এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১১টি মাদ্রাসা থেকে ৩২৬ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ১০৫ জন। জিপিএ ৫ পায়নি কেউ। এ উপজেলায় পাশের হার ৩২ শতাংশ। গাংনী উপজেলার ১০ টি মাদ্রাসা থেকে ২৮০ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ৮৮ জন। এ উপজেলায় জিপিএ ৫ পেয়েছে ১ জন। পাশের হার আর কম ৩১.৪২ শতাংশ। এ উপজেলায় শতভাগ ফেল করেছে এমন মাদ্রাসাও আছে একটি। তুলনামূলক ভালো অবস্থানে মুজিবনগর উপজেলা। এ উপজেলায় ৪টি মাদ্রাসা থেকে ৮৪ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ৩৪ জন। জিপিএ ৫ না পেলে পাশের হার ৪০.৪৭ শতাংশ।

গত বছর ২০২৪ সালের দাখিল পরীক্ষায় জেলা থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলো ৬৫৩ জন। পাশ করেছিলো ৪৮৫ জন। পাশের হার ছিলো ৭৪.২৩ শতাংশ। জিপিএ ৫ পেয়েছিলো ১১ জন।

মেহেরপুর জেলার ২০২৪ ও ২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে এ চিত্র পাওয়া গেছে। ফলাফল বিপর্যয় ঠেকাতে শিক্ষার অনুকুল পরিবেশ, অভিভাবকদের সচেতনতা ও শিক্ষকদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

মাদ্রাসা ভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০২৫ সালে সদর উপজেলার মেহেরপুর দারুল উলুম আহম্মদিয়া কালিম মাদ্রাসায় ৪৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৯ জন পাশ করেছে। পাশ এর হার ৪৪ শতাংশ। আমঝুপি ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসায় ৪৫ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ২৭ জন। পাশের হার ৬০ শতাংশ। গোভীপুর দাখিল মাদ্রাসা থেকে ২৮ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ৮ জন। পাশের হার মাত্র ২৯ শতাংশ। নতুন দরবেশপুর দাখিল মাদ্রাসায় ৩৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৫ জন। পাশের হার মাত্র ১৩ শতাংশ। রাজনগর দাখিল মাদ্রাসা থেকে ৩৫ জন

শরিফুল ইসলাম বলেন, “কেন যে কেউ পাশ করলো না বুঝতে পারছি না। গতবছর ১৮ জন পরীক্ষা দিয়ে ৭ জন পাশ করেছিলো। আমাদের আশা ছিলো এবারও ৬/৭ জন পাশ করবে। ”
সদর উপজেলা মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী মোহাম্মদ আলী লাল্টু বলেন, “সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত, দুর্বল সন্তানকে অভিভবাবকরা মাদ্রাসায় ভর্তি করেন। মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়ে অভিভাবকরা অসচেতন। এছাড়া সাধারণ শিক্ষার থেকে মাদ্রাসার শিক্ষার সিলেবাস বেশি। ফলে একেতো দুর্বল শিক্ষার্থী তার উপরে সিলেবাসের চাপ যে কারণেই মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “এর মধ্যে থেকেও শিক্ষকরা দুর্বল শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিয়ে চেষ্টা করছেন তাদের লেখাপড়ার মান উন্নয়ন করার। তবে কয়েক বছরের তুলনায় এ বছর রেজাল্ট বেশি খারাপ বলেও তিনি স্বীকার করেন।”

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, “ যশোর বোর্ডে সবনিম্ম পাশের হার মেহেরপুরে। মাদ্রাসার অবস্থা আরও খারাপ। যা দেখে মেহেরপুর জেলার সার্বিক শিক্ষার মানের অবস্থা প্রতিফলিত হচ্ছে। শুধু শিক্ষকদের দায়ই নয়, অভিভাবক এবং শিক্ষার অনুকুল পরিবেশ তৈরিতে আমাদের সমাজকেও এর দায় নিতে হবে। না হলে শিক্ষার এ বিপর্যয় থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো না। পাশের জেলাগুলোতে ভাল ফলাফল হচ্ছে অথচ মেহেরপুরে কেন হচ্ছে না, তা অবশ্যই খতিয়ে দেখে সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে, তবেই মাদ্রাসাসহ সবক্ষেত্রে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে।”

মেহেরপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো: হযরত আলী বলেন,“শুধু মাদ্রাসা না জেলাতেই এবার এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয়েছে। আমি সকল মাদ্রাসা ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সুপারদের ডাকবো। কিভাবে আগামী বছর থেকে ভালো ফলাফল করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।”

মুজিবনগরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক

মুজিবনগরে লেখাপড়ার মান উন্নয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শিফাত মেহেনাজ।

বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটার দিকে উপজেলার শিবপুর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ভবানীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে লেখাপড়ার খোজ খবর নেন।এবং শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল, সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী এমদাদুল হক উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন শেষে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাছ রোপনের উদ্বোধন করেন।

মুজিবনগরে উপকারভোগীদের মাঝে বিভিন্ন উপকরণ সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় ২০২৪-২৫ অর্ধবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদের মাঝে বিভিন্ন উপকরণ সামগ্রী বিতরণ করেছে উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্প্রতিবার মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গরীব কৃষক, এবং গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে এ সকল উপকরণ সামগ্রী বিতরন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এ সকল উপকরণ সামগ্রী বিতরন করেন।

উপকরণ সামগ্রী বিতরন অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন,মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ,প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান,উপজেলা প্রকৌশলী এমদাদুল হক, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রমুখ।

এ সময় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে খেলার সামগ্রী হিসাবে ১০০ টি ফুটবল,১২ টি ভলিবল,ও ১২ টি ক্রিকেট সেটসহ ৭০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা দেওয়া হয় ।

এছাড়া গরীব, মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩০ টি বাই সাইকেল, কৃষকদের মাঝে ৪০ টি বিষ দেয়া স্প্রে মেশিনও গরীব মেয়েদের মাঝে ২২ টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

মুজিবনগরে যৌথবাহিনীর অভিযানে ওয়ান শুটার গান ও ৩৮ রাউন্ড গুলি উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামে যৌথবাহিনীর অভিযানে একটি ওয়ান শুটার গান ও ৩৮ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৫ জুলাই) ভোররাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শিবপুর গ্রামের জাকের গাইনের ছেলে আলম গাইনের বাড়িতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানকালে যৌথবাহিনী আলম গাইনের ঘরের সামনে ধানের গোলার ভেতর থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথবাহিনী এই অভিযান চালায়। অভিযানে একটি ওয়ান শুটার গান ও ৩৮ রাউন্ড গুলি জব্দ করা হয়েছে। তবে অভিযুক্ত আলম গাইন অভিযান শুরুর আগেই পালিয়ে যায়।

ওসি আরও জানান, পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে ১ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাত থেকে আজ সোমবার ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত আসামি হলেন ভবেরপাড়ার মৃত নিয়ামত দফাদারের ছেলে মোঃ নজরুল ইসলাম (৪০)।

গ্রেফতারকৃত আসামিকে বিধি মোতাবেক বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

বল্লভপুর বৃদ্ধাশ্রমে সেলিম রেজার উদ্যোগে খাবার ও

তোয়ালে বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামে অবস্থিত বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের বৃদ্ধাশ্রমের বাসিন্দাদের মাঝে খাবার ও তোয়ালে বিতরণ করেছেন মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের মৃত নইমুদ্দিন শা (নয়ন শা) এর ছেলে সেলিম রেজা। আজ শুক্রবার দুপুরে বৃদ্ধাশ্রমে বাসিন্দাদের মাঝে খাবার ও তোয়ালে বিতরণ করা হয়।

মানবিক এ উদ্যোগে পরিবার থেকে নির্বাসিত বৃদ্ধাশ্রমে স্থান হওয়া প্রতিটি বৃদ্ধা ও বৃদ্ধের হাতে একটি করে তোয়ালে তুলে দেওয়া হয় এবং তাদের জন্য দুপুরের খাবারের বিশেষ আয়োজন করা হয়। এ সময় সেলিম রেজা ও তার বড় ভাই জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করেন এবং উপস্থিত সকলের খোঁজ খবর নেন। এছাড়াও তারা বৃদ্ধাশ্রম এর বাসিন্দাদের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কেও জানতে চান।

খাবার বিতরণ শেষে সংক্ষিপ্ত এক বক্তব্যে সেলিম রেজার বড় ভাই আব্দুর রশিদ বলেন, “সমাজের প্রবীণরা আমাদের অভিভাবক। তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমার অনুপ্রেরণায় ও আমার ছোট ভাইয়ের অর্থায়নে তাদের জন্য সামান্য কিছু করার চেষ্টা করেছি ভবিষ্যতেও এইসব বৃদ্ধাশ্রমের অসহায় বাসিন্দাদের পাশে আমি সহ আমার পরিবার সবসময় থাকবে। এ সময় তিনি উপস্থিত সবার কাছে নিজের পরিবারের জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আরমান আলী, ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ এবং কেদারগঞ্জ বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক উদ্দিন, হাসপাতালের কর্মকর্তা সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

মেহেরপুরে এক সপ্তাহের

ব্যবধানে মরিচের মূল্য বৃদ্ধি

মেহেরপুরের বাজারগুলোয় আবারও কাঁচা মরিচের দাম বেড়েছে। সপ্তাহের ব্যবধানে কাঁচা মরিচের দাম প্রতি কেজি ৩০ থেকে ৪০ টাকা করে বেড়ে ২০০ থেকে ২২৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অথচ গত বছরের এই সময়ে কাঁচা মরিচ প্রতি কেজি ৫০ থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছিল বলে চাষি ও ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন।

খুচরা ব্যবসায়ীরা জানান, চাহিদার চেয়ে বাজারে কাঁচা মরিচের সরবরাহ কম। কৃষকদের কাছ থেকেই বেশি দামে কাঁচা মরিচ কিনতে হচ্ছে। এতে প্রভাব পড়েছে খুচরা বাজারেও।

আর মরিচ চাষিরা বলছেন, এবার বৃষ্টিতে গাছের পাতা কুঁকড়ে যাওয়ায় কাঁচা মরিচের ফলন আশঙ্কাজনক হারে কমে গেছে। বেশি দামে কাঁচা মরিচ বিক্রি করলেও ফলন কম হওয়ায় লোকসানে পড়েছেন তাঁরা।

আজ শুক্রবার সকালে গাংনী উপজেলা কাঁচামাল আড়তের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বাজারে মরিচের সরবরাহ কম। এ কারণে খুচরা বাজারেও কাঁচা মরিচ কম। পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি কাঁচা মরিচ ১৯০ থেকে ২২৫ টাকায় বিক্রি করা হয়। আর খুচরা বাজারে তা ২৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মৌসুমে মরিচের এমন দামে অস্বস্তির মধ্যে পড়েছেন সাধারণ ক্রেতারা। এক সপ্তাহ আগেও প্রতি কেজি মরিচ ৩০ থেকে ৪০ টাকায় কিনেছেন তাঁরা।

গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামের ব্যবসায়ী শাহাবুল ইসলাম আজ সকালে কাচা মরিচ ১৯০ টাকা থেকে ২৪৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। গত বছর এই সময়ে মরিচ প্রতি কেজি ৫০ থেকে ৬০ টাকায় কিনছি।

তিনি আরও বলেন, আড়তেই মরিচের সরবরাহ কমেছে। এ কারণে খুচরা বাজারেও কাঁচা মরিচ কম। তিনি বলেন, ‘পাইকারি বাজার থেকেই ১৯০ থেকে ২৪৫ টাকায় মরিচ কিনছি। গাড়িভাড়া দিতে হয়; এর পাশাপাশি কিছু মরিচ নষ্টও হয়। আমরা এই মরিচ বরিশাল মোকামে পাঠিয়ে থাকি। আগামীকাল লাভের কথা বলা যাবে।

গাংনী কাঁচাবাজারের আড়ৎ মালিক হাফিজুর রহমান ভিজা বলেন, এখন কাঁচা মরিচের সরবরাহ কম, তাই দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। মাঠের অধিকাংশ মরিচ ক্ষেত শুকিয়ে গেছে। এখন যে দু এক জায়গায় মরিচ ক্ষেত অবশিষ্ট আছে সেগুলোর দাম বেশী।

দেশের মরিচ উৎপাদনের জেলাগুলোর মধ্যে মেহেরপুর জেলা অন্যতম। জেলার তিনটি উপজেলার সবখানেই ব্যাপকভাবে মরিচের আবাদ হয়। তবে এবার গেলো কয়েকদিনের অবিরাম বৃষ্টিতে মরিচের ক্ষেত নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে দাম বেশি হলেও ফলন কম হওয়ায় চাষিরা লাভবান হতে পারছেন না।

গাংনী উপজেলার সবজি গ্রাম সাহারবাটির ময়নাল হোসেন বলেন,গ্রামের চাষি ইব্রাহিম মিয়া বলেন, এ বছর তিনি তিন বিঘা জমিতে মরিচের চাষ করেছেন। অতিরিক্ত খরায় এবং সবশেষ টানা বৃষ্টিপাতের কারণে অনেক মরিচ গাছের পাতা কুঁকড়ে গেছে। এতে গাছের ফুল ঝরে যাচ্ছে। ফলে মরিচও কম ধরছে। এবার দাম কিছু বেশি হলে ফলন কম হওয়ায় লাভ খুব একটা হচ্ছে না।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সামসুল আলম বলেন, অতিরিক্ত খরা ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণের কারণে মরিচগাছের পাতা কুঁকড়ে যেতে পারে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া ব্যাকটেরিয়ানাশক ওষুধ ছিটানোর মাধ্যমে মরিচগাছের এ রোগ দূর করা সম্ভব।

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে বিভাগ সেরা সদর ইউএনও খায়রুল ইসলাম

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখায় ২০২৫ সালের জুন মাসে মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম খুলনা বিভাগে সেরা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।

নড়াউল জেলার কালিয়া ইউএনও রাশেদুজ্জামান ২য় এবং মাগুরা জেলার মহাম্মদপুর ইউএনও শাহিনুর আক্তার ৩য় স্থান অর্জন করেন। খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম মনিটরিং সেল এ স্বীকৃতি প্রদান করে। একই কার্যক্রমে গাংনী ইউএনও আনোয়ার হোসেন চতুর্থ এবং মুজিবনগরের ইউএনও পলাশ মন্ডল অষ্টম

স্থান অর্জন করেন।

মেহেরপুরে যোগদানের পর থেকে মোঃ খায়রুল ইসলাম বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি খাসজমি উদ্ধারে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছেন। ২০২৪ সালে এসএসসি পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উদ্বুদ্ধ করায় এলাকায় প্রশংসিত হন।

চলতি বছরের ২ জানুয়ারি মোঃ খায়রুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সদরে দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার বাসিন্দা এবং ৩৫তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। ২০১৭ সালে দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর টাঙ্গাইলে এনডিসি, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং মুজিবনগরে ইউএনও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর স্ত্রী মাহামুদা পারভীন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

৪৪তম বিসিএসে মেহেরপুর থেকে ৫ জন সুপারিশপ্রাপ্ত

৪৪তম বিসিএস পরীক্ষায় মেহেরপুর জেলা থেকে এবার ৫ জন মেধাবী প্রার্থী বিভিন্ন ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন।
তাঁদের মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলার একজন এবং গাংনী উপজেলার চারজন রয়েছেন।

সুপারিশপ্রাপ্তরা হলেন প্রশাসন ক্যাডারে গাংনী পৌর এলাকার আমানুল আশরাফ আশিস (বুয়েট)। পুলিশ ক্যাডারে গাংনীর রামনগর গ্রামের রাকিবুল ইসলাম রবিন (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)। শিক্ষা ক্যাডারে (সমাজবিজ্ঞান) গাংনীর মজিবুল ইসলাম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

শিক্ষা ক্যাডারে (বাংলা) মেহেরপুর সদর উপজেলার মো: তারিক আজিজ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে (ইলেকট্রিক্যাল) গাংনীর আব্দুল্লাহ আল তাহসীন দীপ্ত (রুয়েট)।

এই কৃতীদের প্রতি মেহেরপুর জেলার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। তাঁদের এই অর্জনে পরিবার, শিক্ষক এবং জেলার শিক্ষাঙ্গনে আনন্দের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে।

মুজিবনগরের কোমরপুর থেকে ৬০ বোতল ফেন্সিডিলসহ একজন আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৬০ বোতল ফেন্সিডিলসহ তুষার আলী (২৮) নামের এক চিহিৃত মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে কোমরপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই হারুনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় তার কাছে থেকে দুটি মোবাইল ও নগদ দুই হাজার ৫শ টাকা করা হয়েছে। পরে জব্দকৃত ফেন্সিডিলসহ তুষার আলীকে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, আটক তুষারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আটক তুষারের বিরুদ্ধে কোমরপুর গ্রামে মাদক ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ আছে। মাদক বিক্রি করে সে কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। অনলাইন জুয়ার চ্যানেল মালিকদের কাছে মাদক সরবরাহ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। রিমাণ্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এসকল তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে স্থানীয়রা দাবী করেছেন।